দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ JUN 01 2006

ছাত্রী উপবৃত্তি কতটা কাজে লাগছে

ডেটলাইন মির্জাপুর

কর্মক্ষেত্রে নারীদের উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন সময় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে, স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রকল্প চালুকরণ। কিন্তু সরকারের এই পদক্ষেপ কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। গ্রামাঞ্চলের স্কুল কলেজগুলোতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে এইচএসসি পর্যন্ত করলেও তা কেবল কাগজে কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অধিকাংশ এলাকায় সরকারী দেয়া বিধান মানা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসন এবং স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি মিলে ছাত্রীদের ভুয়া নাম ব্যবহার করেও হাজার হাজার টাকা উত্তোলন করছে এমন নজির অহরহ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে টাঙ্গাইলের ১১টি উপজেলায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় প্রায় ৫৫ হাজার ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায়। গত অর্থ বছরে এই জেলার ১১ উপজেলায় প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ টাকা ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে। অথচ অর্থের তুলনায় ছাত্রীদের পড়াশোনার মান বাড়েনি। শহরের কিছু কিছু ছাত্রীর পড়াশোনার মান সামান্য বৃদ্ধি পেলেও গ্রামের ছাত্রীদের অবস্থা খুবই খারাপ।

শিক্ষা অফিস সূত্র জানায় ৯ম শ্রেণীর একজন ছাত্রী (৬ মাস অন্তর অন্তর) ৬১০ টাকা, ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী ৩৬০ টাকা, ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী ২১০ টাকা, ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী ১৮০ টাকা এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী জনপ্রতি ১৫০ টাকা হারে উপবৃত্তির টাকা পেয়ে থাকে। কিন্তু সরকার এর পিছনে বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দিলেও অধিকংশ গ্রামের স্কুলে তা মানা হয় না। যেমন একজন ছাত্রী প্রতিমাসে ৭৫ দিন উপস্থিতি, প্রতি পরীক্ষায় ৪৫% নম্বর এবং অবিবাহিত হতে হবে। গ্রামের অধিকাংশ স্কুলে এ নিয়ম মানা হচ্ছে না। মোট কথা উপবৃত্তির টাকা নিয়ে চলছে হরিলুটের খেলা। শিক্ষকরা পড়াশুনার দিকে মনোযোগের চেয়ে ছাত্রীদের তালিকা তৈরীতে মনোযোগ বেশী দিচ্ছেন। ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় হচ্ছে।

এদিকে মির্জাপুরের কয়েকটি এলাকায় সরেজমিন ঘুরে ছাত্রী এবং অভিভাককদের সঙ্গে আলাপ করে করুণ চিত্র দেখা গেছে। জামুর্কী ইউনিয়নের আগধল্যার রুমার বয়স (১৩)। পার্শ্ববর্তী স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। একই গ্রামের বেল্লালে সঙ্গে বিয়ে দেয় দেড় বছর পূর্বে। প্রথমে উপবৃত্তি পেলেও পরে বন্ধ হয়ে যায়। রুমার দেড় বছরের দাম্পত্য জীবনে তার স্বামী আবার বিবাহ করেছে। রুমা এখন চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কোথায় গিয়ে দাড়াবে স্থির করতে পারছে না। একই অবস্থা বাঁশতৈল এলাকার গোলাপী, সবিতা, শারমিন, অঞ্জলিসহ কয়েক শতাধিক ছাত্রীর। অভিভাবকরা উপবৃত্তির চেয়ে বিয়ে দেয়ায় বেশী আগ্রহী। বিয়ের পর উপবৃত্তি বন্ধ হয়, বন্ধ হয়ে লেখাপড়া।পবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় ঝরে পড়ার কারণে আজ তাদের কপালে দুর্গতি নেমে এসেছে বলে তারা জানিয়েছে। সমাজে আজ তারা লাঞ্ছনা আর প্রবঞ্চনার শিকার। বাবা মায়ের অজ্ঞতা, পরিবারের অভাব অনটনের কারণে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রীরা পড়াশোনায় তেমন অগ্রস হতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে মির্জাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জীবন ভট্টাচার্য বলেন এখা ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ নিয়ে কোন অনিয়ম দুর্নীতি নেই। সরকারী বিধান মোতাবেক ছাত্রীদের মধ্যে টাকা বিতরণ হয়।

মির্জাপুরের (টাঙ্গাইল) পল্লীর একটি স্কুলের ছাত্রীরা উপবৃত্তির টাকার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে *ছবি: লেখক*

❑ মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল